গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ২৪ সংখ্যা | ৫ - ১১ মার্চ ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা স্ট্যালিন স্মরণে

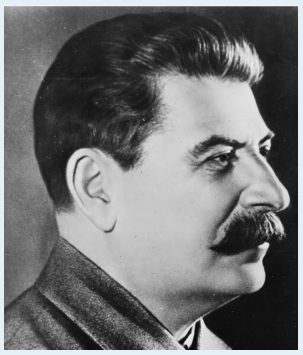

১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮ - ৫ মার্চ ১৯৫৩

“সর্বহারা শ্রেণিকে প্রস্তুত করা ও সংগঠিত করার উপায় হিসাবে ধর্মঘট, বয়কট, সংসদীয় কার্যকলাপ, সভা-সমিতি, বিক্ষোভ-মিছিল এসব হল সংগ্রামের এক একটা উৎকৃষ্ট রূপ। কিন্তু এই সংগ্রামগুলির কোনও একটিও সমাজে বিদ্যমান অসাম্য দূর করতে পারে না। এই সমস্ত আন্দোলনকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে একটি চূড়ান্ত অমোঘ আন্দোলনের মধ্যে। পুঁজিবাদকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য সর্বহারা শ্রেণিকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণির ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আঘাত হানতে হবে। এই প্রধান ও অমোঘ উপায়টি হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।”

— জে ভি স্ট্যালিন

‘নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্র’

অতিমারির অজুহাতে রেলভাড়া বাড়ানোর তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস-কেরোসিনের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি করায় জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, ঠিক তখন ভিড় কমিয়ে কোভিড সংক্রমণ রোখার হাস্যকর অজুহাত তুলে স্বল্প দূরত্বের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ভাড়া বাড়িয়ে দিল রেল দফতর। এর জন্য তারা করোনা অতিমারির অজুহাতে এক হাস্যকর যুক্তি খাড়া করেছে যে, এর ফলে ট্রেনে ভিড় কমবে। আপাতত শহরতলির ট্রেনে ভাড়া বাড়ানোর কথা না বললেও এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, যে কোনও দিন, যে কোনও সময় তারা তা বাড়িয়ে দিতে পারে। কারণ কোটি কোটি খেটে-খাওয়া মানুষের চরম দুর্দশা ও আর্তনাদের কোনও তোয়াক্কা না করেই খোলাখুলি চরম জনবিরোধী পদক্ষেপ নিতে এই সরকারের কোনও জুড়ি নেই।

জনগণের জীবন-জীবিকার উপর বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের এই মারণ আঘাত নামিয়ে আনার নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানো আজ দেশের মানুষের সামনে আশু কর্তব্য। এর মধ্য দিয়ে এই সরকারকে এই নীতি প্রত্যাহারে বাধ্য করতে হবে।

বামপন্থী গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি
এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের নির্বাচনী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে ১ মার্চ রাজ্য অফিসে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন,

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও উত্থান নিঃসন্দেহে একটি বিপজ্জনক ঘটনা। ভারতীয় নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গ। তার ফলে নীতি-নৈতিকতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার পরিসর নাগরিক সমাজের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছিল। বিজেপির রাজনীতি ও মতাদর্শ নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিরোধী যা ইতিমধ্যেই নানাভাবে বিজেপি নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়েছে।

১ মার্চ কেন্দ্রীয় অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

একটা প্রশ্ন ওঠেই যে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বড় মাপের হিন্দুত্ববাদী নেতা চেষ্টা করেও এ রাজ্যে তাঁর এবং তাঁর দলের প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। সেটা এখন অনেক কম ক্ষমতাসম্পন্ন নেতাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে কী করে, বিশেষ করে যখন বিজেপি নেতাদের আচার-আচরণে কোনও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার লেশমাত্র পাওয়া যাচ্ছে না?

বহুকাল আগে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বড় শরিক সিপিএমের আচরণ দেখে হুঁশিয়ারি দিয়ে এসইউসিআই(সি)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, “জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদীরা ওৎ পেতে বসে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে। এ কথাটা ক্ষমতাসীন সিপিআই(এম) নেতারা বুঝছেন না। তাঁরা কমিউনিজমের আদর্শ, মূল তত্ত্ব বাদ দিয়ে প্রায় কংগ্রেসেরই মতো বড় বড় বুকনি আর মিষ্টি কথার চালাকিতে জনতাকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন। এইভাবে কমিউনিজমের সুনামকে নষ্ট করে দিয়ে তাকে কালিমালিপ্ত করছেন” (শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ১১১)। ঘটেছেও ঠিক তাই। সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের গদিতে টানা ৩৪ বছর আসীন থেকে একটা বুর্জোয়া দলের সরকারের মতো অত্যাচার অনাচার নির্যাতন হত্যা দুর্নীতি ইত্যাদি সবই করেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সর্বনাশ যেটা সিপিএমের রাজনীতির দ্বারা ঘটে গেল সেটা হল, তাদের ভোটসর্বস্ব, সমাজের সর্বক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ দলীয় একাধিপত্য কায়েম করার রাজনীতি এবং সেজন্য চরম সন্ত্রাস ও সুবিধাবাদের আশ্রয় নিতেও দ্বিধা না করা এবং শ্রমিক কৃষক সাধারণ মানুষের ন্যায্য আন্দোলনকে দলীয় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ও পুলিশ দিয়ে নির্বিচারে দমন করা প্রভৃতির দ্বারা বামপন্থার গৌরবকে, মর্যাদাকে, আদর্শবাদ ও নীতি-নৈতিকতাকে, রুচি-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা। মুখে বামপন্থী স্লোগান আর কাজকর্মে আচরণে বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া— এই যে দ্বিচারিতা, এটা বামপন্থী

দুয়ের পাতায় দেখুন

প্রার্থী ১৯৩টি আসনে

তালিকা আটের পাতায়

দিল্লি দাঙ্গার এক বছর
অপরাধীদের নাকি চেনেই না দিল্লি পুলিশ

২০২০ সালের ২৩ - ২৯ ফেব্রুয়ারি পূর্ব দিল্লি জুড়ে কার্যত গণহত্যা চলেছিল। ৫৩ জন নিহত হয়েছিলেন, গুরুতর আহত হয়েছিলেন দুশোরও বেশি। বহু মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছেন। সেই ঘটনায় শত শত দোকান, ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে। সর্বস্ব হারিয়েছে অসংখ্য পরিবার। যে বাহিনীর হাত ধরে এই নারকীয় ঘটনা ঘটল এবং যে নেতারা তাতে নেতৃত্ব দিলেন এক বছর পার করেও তাদের কাউকেই নাকি চিহ্নিত করে উঠতে পারেনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুলিশ!

দিল্লির সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীদের এবং সংখ্যালঘু

সাতের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন

একের পাতার পর

রাজনীতিকে কলুষিত করেছে। ভোটে জেতার জন্য দলের যে কোনও কাজকেই, কর্মীদের যে কোনও আচরণকেই লাইসেন্স দেওয়ার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের নৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশকে তারা ধসিয়ে দিয়েছে। জনসাধারণের কাছে বামপন্থার উন্নত আদর্শবাদকে কলুষিত করেছে, বামপন্থা কলঙ্কিত হয়েছে। এরই সুযোগ নিয়ে বিজেপির মতো চরম দক্ষিণপন্থী, ফ্যাসিবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে জায়গা করে নিতে পারছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসন, দুর্নীতি বিজেপিকে সুযোগ দিয়েছে ও দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তৃণমূল সরকারের প্রতি জনগণের বিরূপতা থেকেই বিজেপি এভাবে সমাজজীবনে তার দুষ্ট রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রভাব ছড়াতে পারত না, সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ যদি ইতিমধ্যেই কলুষিত না থাকত। এখনও সিপিএম আগে 'রাম পরে বাম' বলে বিজেপিকে ভোটে জেতাতে সাহায্য করছে। ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও ফ্যাসিবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াইয়ে একমাত্র বামপন্থাই নেতৃত্ব দিতে পারে। আজকে ভারতবর্ষে বিজেপির সাত বছরের অপশাসনের বিরুদ্ধেবামপন্থী দলগুলিকে সম্মিলিত করে যে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, সিপিএম-এর ভোটসর্বস্ব সংসদীয় লাইন তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আপনারা সকলেই জানেন যে, মার্কসবাদী দল হিসাবে আমরা গণআন্দোলনের অংশ হিসাবেই নির্বাচনে লড়াই করি। আমরা মনে করি, নির্বাচনী লড়াইতেও শ্রমিক শ্রেণির লাইন ও বুর্জোয়া শ্রেণির লাইন আছে। সেটা শুধু রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রেই নয়, নির্বাচনী কলাকৌশলের মধ্যেও প্রতিফলিত হবে। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। দিল্লির লাগাতার কৃষক আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে, বিজেপি সরকার কতটা জনস্বার্থবিরোধী। যে কোনও প্রতিবাদকে দেশদ্রোহ বলে আখ্যা দিয়ে, প্রতিবাদীকে জেল-জরিমানা ইত্যাদি নানা উপায়ে হেনস্থা করে বিজেপি সরকার এও প্রমাণ করেছে যে, গণতন্ত্রের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। বস্তুত, ভারতবর্ষে কংগ্রেস শাসনে গণতান্ত্রিক অধিকারের যতটুকু সামান্যও অবশিষ্ট ছিল, তাকেও ধ্বংস করতে চায় বিজেপি। সর্বোপরি মুসলিম-বিদ্বেষের যে রাজনীতি হল আরএসএস-বিজেপির মূল আদর্শগত ভিত্তি, তা ইতিমধ্যেই বহু নিরীহ নির্দোষ সাধারণ মানুষের প্রাণ নিয়েছে। অতিমারি পরিস্থিতিতে দেশের লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া দিনমজুর, পরিযায়ী শ্রমিকের সাথে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে চূড়ান্ত অমানবিক আচরণ করেছে, শিল্পসঙ্কট, বেকার সমস্যা যে তীব্র রূপ নিয়েছে, তাতে বিজেপির শ্রমিকবিরোধী, গরিববিরোধী চরিত্রটিও নগ্ন হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের ১০ বছরের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই-আন্দোলন জারি রেখেই আমরা বলতে চাই, এই নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধতা করা এ রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের অবশ্যকর্তব্য।

২০১১ সালে সিপিএম সরকারের অপসারণের দাবি আমরাও তুলেছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনগণের অভিপ্রায় হিসেবেই এ দাবি এসেছিল। সিপিএম-কে পরাস্ত করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি এও বলেছিলাম, সিপিএমকে পরাস্ত করে যদি তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গড়েও, তবে তারা 'সোনার বাংলা' গড়ে দেবে, এই আশা যেন জনগণ না করে। একটি দক্ষিণপন্থী আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস বড়জোর কিছু প্রশাসনিক সংস্কার করতে পারে। যদি তারা চায়, তবে গণআন্দোলনকে পুলিশি আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে। প্রশাসনে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চুরি-দুর্নীতি চাইলে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা আশাবাদী নই। পশ্চিমবঙ্গে গত দশ বছরে তৃণমূল সরকারের শাসন আমাদের এই বক্তব্যকে কার্যত অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করেছে। চুরি-দুর্নীতি-স্বজনপোষণ, পুলিশ-প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোট দিতে না দেওয়া ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথমে জাতীয় কংগ্রেস এবং পরে '৭৭ সাল থেকে টানা ৩৪ বছর সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের শাসন যে কালা ইতিহাস রচনা করেছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের দশ বছরের শাসন তারই ধারাবাহিকতায় চলেছে। পাইয়ে দিয়ে দলের শক্তিবৃদ্ধি ও ভোটবাক্সে সমর্থন ধরে রাখার যে রাজনীতি সিপিএম ৩৪ বছর ধরে করেছে, তৃণমূল কংগ্রেস তার থেকে কোনও আলাদা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। সেই সিন্ডিকেট রাজ, সেই স্বজনপোষণ সমানে চলেছে। চিটফান্ডের মারফৎ হাজার হাজার গরিব-নিম্নবিত্ত মানুষের টাকা লুঠ করার যে সূচনা সিপিএম আমলে হয়েছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে তা প্রকাশ্যে এসেছে কিন্তু সুরাহা হয়নি। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশি অত্যাচারে আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনাও আমরা সকলেই দেখেছি। ফলে ক্ষমতায় আসার আগে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিয়েছিলেন, তা কোথাওই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মূল্যবৃদ্ধি, ফাটকাবাজি, কালোবাজারি এই সবই এই শাসনেও পুরোমাত্রায় চলছে। নারীনিগ্রহ, নারীপাচার ইত্যাদিও চলছে এবং বাড়ছে। শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অব্যাহত। ২০১১-র নির্বাচনের আগে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেনি এই সরকার। এই দাবিতে ২০১৫ সালে আমাদের আন্দোলনে পুলিশের অত্যাচার আমাদের দু'জন কর্মীর চোখ নষ্ট করেছে, দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে। সিপিএম নেতৃত্বের মতোই রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করার হুঙ্কার দিয়েছে তৃণমূল। বিজেপি এবং তৃণমূল দুই দলই যেভাবে ইচ্ছামতো রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীদের যেমন তেমন ব্যবহার করছে ও মসীলিপ্ত করছে, তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও নিন্দনীয়। ফলে এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকেও পরাস্ত করার আহ্বান আমরা দিচ্ছি।

বিজেপি কেন্দ্রে সরকারে বসার পরই আমাদের দল সহ ছয়টি বামপন্থী দলকে নিয়ে দিল্লিতে একটি বৈঠকের মধ্য দিয়ে একটা জোট গঠিত হয়েছিল। মাঝে মধ্যে কিছু বিবৃতি দেওয়া ছাড়া রাস্তায় নেমে গণআন্দোলনের কোনো পদক্ষেপ এই জোট নেয়নি। পাশাপাশি সিপিএম নেতৃত্ব ভোটের দিকে তাকিয়ে কংগ্রেসের সাথে আঁতাত করার পথে এগোতে থাকে। সিপিএমের দাবিমতোই এ রাজ্যে কংগ্রেস শাসনে তাদের দলের ১১০০ কর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল, এই কংগ্রেস দলই দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে গণতন্ত্রকে কবরে পাঠিয়েছিল। আমরা বরাবর বামপন্থী দলগুলির ঐক্য ও যুক্ত বামপন্থী আন্দোলনের পক্ষে আমাদের অবস্থান পরিষ্কারভাবে রেখেছি। সিপিএম ও তার সাথী দলগুলি সাড়া দেয়নি। এই অবস্থায় ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল প্রসঙ্গে দিল্লি থেকে সিপিএম ও তার সাথীরা একটি বিবৃতি জারি করল পাঁচটি বামপন্থী দলের নামে আমাদের দলকে বাদ দিয়ে। এ বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলারও কোনো প্রয়োজন তারা মনে করেনি। এরপরও এ রাজ্যে ও অন্যত্র আমরা তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি করেছি, শুধু ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতি শ্রেণির অন্যতম প্রধান দল কংগ্রেসকে রাখার বিরুদ্ধতা করেছি। কংগ্রেস কোনওকালেই সেকুলার ছিল না, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও তারা ধারণ করে না, মেহনতি মানুষ তথা জনগণের ন্যায্য দাবি নিয়ে কোথাও কোনওরকম আন্দোলনও তারা করে না। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষের বৈশিষ্ট্যও ওই দলের আছে। আমাদের এই মতবাদিক আপত্তির কথা সিপিএম নেতৃত্ব শোনেননি। তারা ভোটসর্বস্ব সুবিধাবাদী রাজনীতিতে এতটাই নিমজ্জিত যে এখন তারা মুসলিম মৌলবাদী একটি গোষ্ঠীকে সেকুলার নাম দিয়ে আসন সমঝোতা করতে দ্বিধা করছে না— যে গোষ্ঠীটি আসাদুদ্দীন ওয়াইসির সংগঠন 'মিম'-এর সঙ্গে সমঝোতা করে চলছে। এই 'মিম' সংগঠনই বিজেপির মিত্র হিসাবে গত বিহার নির্বাচনে বিজেপিকে সাহায্য করেছে। এই রাজনীতির দ্বারা সিপিএম ও তার সহযোগীরা বামপন্থার আরও ক্ষতি করছে। আমরা তাদের এই নীতিহীন জোট ও রাজনীতির তীব্র বিরুদ্ধতা করছি। ফলে এই জোটকে সমর্থন করারও প্রশ্ন নেই।

সকলেই জানেন, আমাদের দল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সকল জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার নানা রূপে গণআন্দোলন করে চলেছে। প্রতিদিন আমাদের দলের কর্মীরা রাস্তায় থেকে মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-মূল্যবৃদ্ধি-নারী নির্যাতন, মদ-জুয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নিয়োজিত রয়েছেন। জনসাধারণই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -কে প্রতিবাদী আন্দোলনের দল বলে অভিহিত করে থাকেন। বর্তমানে দিল্লির বুকে যে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন চলছে, শুধু উত্তর-ভারতের রাজ্যগুলি থেকেই নয়, দেশের সকল রাজ্য থেকেই আমাদের দলের নেতা-কর্মীরা সেখানে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে এই পশ্চিমবঙ্গেও জেলায় জেলায় অবস্থান, অবরোধ, মিটিং, মিছিল হয়েই চলেছে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ও অংশ হিসাবেই আগামী নির্বাচনে আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আপাতত ১৯৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জনগণের কাছে আবেদন, গণআন্দোলনের এই কণ্ঠকে বিধানসভার অভ্যন্তরে প্রতিফলিত করতে হলে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদেরই জয়ী করা জনগণের কর্তব্য। যে সব আসনে আমাদের দলের প্রার্থী থাকবে না, সেখানে জনগণকে উদ্যোগ নিয়ে গণসংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলে তাদের পক্ষ থেকে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সর্বোপরি সংগ্রামী ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়ে জয়ী করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়ার প্রবীণ কর্মী কমরেড আব্দুল মান্নান ৭ জানুয়ারি দীর্ঘ অসুস্থতার পর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। দলের কর্মী সমর্থক সহ বহু মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন।

কমরেড আব্দুল মান্নান গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে দলের সংস্পর্শে আসেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় দলের কাজ শুরু হলে হরিহরপাড়া থানার শাহজাদপুর গ্রামে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ একটি গ্রাম বৈঠক করেন। সেখানে মোট পাঁচ জন উপস্থিত ছিলেন। তখন কমরেড আব্দুল মান্নান স্কুল ছাত্র। তিনিও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অতি সাধারণ চাষি পরিবারে তাঁর জন্ম। ধীরে ধীরে তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং ছাত্র অবস্থাতেই এলাকায় চাষি আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। বেনাম জমি উদ্ধারের জন্য যে জঙ্গি আন্দোলন— যার মধ্য দিয়ে হরিহরপাড়ায় সংগঠনের ভিত মজবুত হয়, ছাত্র অবস্থাতেই সেই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এলাকায় দলের নেতৃস্থানীয় কর্মীতে পরিণত হন। দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেসে তিনি দলের সদস্য পদ পান এবং লোকাল কমিটির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। তাঁর নিরহংকার চরিত্র, সহজ সরল মেলামেশা সকলকে খুবই আকর্ষণ করত। তাঁর চাইতে অনেক জুনিয়র কমরেডের নেতৃত্বে নিঃসংকোচে, আনন্দের সঙ্গে কাজ করতে পারার মহৎ গুণ অন্যদের অনুপ্রাণিত করত। অসুস্থ অবস্থাতেও কেউ দেখা করতে গেলে দলের কাজের খবর, কর্মীদের ও তাদের পরিবার সম্পর্কে খবর নিতেন।

তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক মূল্যবান প্রবীণ কর্মীকে। এলাকার মানুষ হারাল এক আপনজনকে। ২ ফেব্রুয়ারি শাহজাদপুরে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড আব্দুল মান্নান লাল সেলাম

নেতাজি স্মরণ

বীরভূমের মুরারই থানার ভবানীপুর গ্রামে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৫ ফেব্রুয়ারি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এলাকার কিশোর-যুবকদের মধ্যে এই অনুষ্ঠান দারুণ প্রভাব ফেলে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রামী জীবন নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক মনোজ কুমার মণ্ডল এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটির অন্যতম সদস্য সেমিম আখতার। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক শান্তনু দাস।

মুনাফার স্বার্থে অবাধ পরিবেশনিধনই উত্তরাখণ্ডে বিপর্যয়ের কারণ

৭ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য রাজ্য উত্তরাখণ্ডে আবারও ঘটে গেল এক মর্মান্তিক বিপর্যয়। নন্দাদেবী হিমবাহ ভেঙে আসা জল, কাদা ও পাথরের মারাত্মক আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল যোশীমঠ সহ উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ অংশ। অসংখ্য মানুষ নিহত, আহত এবং নিখোঁজ, যার সঠিক সংখ্যা দেয়নি কেন্দ্রীয় এবং উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার। তাঁদের অধিকাংশই গরিব মানুষ। কেউ স্থানীয় গ্রামবাসী অথবা কেউ টানেল নির্মাণের কাজে ভিন রাজ্য থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিক।

প্রকৃতির কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনা এমনি এমনি বিনা কারণে হয় না, হয় সুনির্দিষ্ট কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে। উত্তরাখণ্ডে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন তাতে স্পষ্ট, সরকার এবং তার মদতপুষ্ট জলবিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির বেপরোয়া আচরণই এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। উচ্চ হিমালয়ের হিমবাহ অঞ্চলে ডিনামাইট ফাটিয়ে বড় বড় পাথর ভেঙে চওড়া রাস্তা নির্মাণ, নদীবাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য হিমবাহের বরফ কেটে ভিতর পর্যন্ত লোহার স্তম্ভ ঢুকিয়ে দেওয়া, যথেচ্ছ পরিমাণে গাছ কেটে ফেলা, বাঁধ দিয়ে টানেল কেটে অবৈজ্ঞানিক ভাবে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা ইত্যাদি যত ধরনের পরিবেশ ধ্বংসকারী সর্বনাশা কাজ করা যেতে পারে, তারা তা করেই চলেছে।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছেন, ঠিক তখনই উত্তরাখণ্ডের এই বিপর্যয় দেখিয়ে দিয়েছে, হিমালয়ের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল পরিবেশযুক্ত এলাকা নিয়েও সরকারের আদৌ কোনও মাথাব্যথা নেই। উন্নয়নের নামে মুষ্টিমেয় পুঁজিমালিকের লাভের জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কর্ণধাররা মানুষের জীবন-জীবিকা তো বটেই সামগ্রিকভাবে বাস্তুতন্ত্রকে কতটা বিপন্ন করে তুলতে পারে, তা আবার দেখিয়ে দিল এই বিপর্যয়।

যোশীমঠের কাছে রইনি গ্রাম পরিবেশ আন্দোলনের পরিচিত নাম। ১৯৭৩-'৭৪ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এবং ঠিকাদারদের হাত থেকে জঙ্গল বাঁচাতে স্থানীয় গ্রামবাসীরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এই অন্দোলন 'চিপকো' আন্দোলন নামে সারা বিশ্বে পরিচিত। এই গ্রামের বাসিন্দারা দু'বছর আগে উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন, যাতে ওই গ্রামের কাছে ঋষিগঙ্গার উপর ড্যাম এবং টানেল কেটে জলবিদ্যুতের প্রকল্প করা না হয়। আইন অনুযায়ী, এই ধরনের কাজ শুরু করার আগে এলাকায় জনশুনানি এবং পরিবেশে তার প্রভাব সম্পর্কিত বিস্তৃত সমীক্ষা (এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট) হওয়ার কথা। কিন্তু সরকার এ সব আইনের তোয়াক্কা করেনি। উত্তরাখণ্ডের দীর্ঘদিনের পরিবেশকর্মী বিমল ভাই সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে তৈরি ৯০০ কিমি দীর্ঘ 'চারধাম অল ওয়েদার রোড'-ই হল এলাকার প্রধান বিপদ। এই রাস্তা বানাতে গিয়ে হিমবাহ এলাকার ভিতর পর্যন্ত পাথর ফাটানো হয়েছে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে, অগণিত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, ভারি বরফের আস্তরণময় পর্বতের ভিত কাঁপিয়ে 'চৌড়ি সড়ক' নির্মাণ করা হয়েছে। তার ফল অত্যন্ত ভয়াবহ বলে বিশেষজ্ঞরা বহুবার বলেছেন। কিন্তু সরকার এ সব সতর্কবাণীর কোনও মূল্য দেয়নি। তা ছাড়া প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে যুদ্ধ উত্তেজনা জিইয়ে রেখে ভারতীয় পুঁজিপতিদের অস্ত্র ব্যবসার সুযোগ করে দিতে এই এলাকায় যুদ্ধ সরঞ্জাম সহ যান-চলাচল বৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দুত্বের পালে হাওয়া দিতে চারধাম তীর্থ যাত্রা করা— এ সবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালানো হয়েছে।

রইনির এক গ্রাম মুখিয়া অভিজয় নেগির মতে, ২০০৫ সাল থেকে ঋষিগঙ্গা নদীখাতে মেশিন বসিয়ে বড় বড় পাথর ভাঙা শুরু হয়। সেই সঙ্গে ছিল নিয়মিত ব্লাস্টিং। ফলে বন থকে ভয়ে পশুরা গ্রামে ঢুকতে শুরু করে। প্রশাসনের কাছে গ্রামের বাসিন্দারা বারবার তাদের আশঙ্কা ও অসুবিধার কথা জানালেও প্রশাসন কিছু করেনি। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে মন্দাকিনীর বিধ্বংসী ধ্বংসলীলা ঘটে যায়। এই বিপর্যয়ের পরে যে হাইপাওয়ার কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটি বলেছিল, হিমালয়ের ২০০০ মিটারের বেশি উচ্চতায় কোনও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করা উচিত নয়। নির্মীয়মাণ ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে ২৩টিকে বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশ করে তারা।

কিন্তু সেই সুপারিশ থেকে যায় ফাইলবন্দি। আবার, নির্মীয়মাণ প্রকল্পগুলির আবর্জনা নিয়মিত না সরানোর ফলে মন্দাকিনী নদীর খাতগুলি স্ফীত হয়ে উঠতে থাকে এবং বর্ষায় জলস্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। রইনির বাসিন্দারা হাইকোর্টে আবেদন জানালে আদালত ২০১৯ সালে নির্দেশ দেয় নদীখাতের সমস্ত আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে হবে। হাইকোর্ট আরও বলেছিল, বিশেষ অনুমতি ছাড়া রইনি গ্রামের আশেপাশে নন্দাদেবী বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের কোথাও বিস্ফোরণ ঘটানো যাবে না। বারে বারে উত্তরাখণ্ডের সাধারণ মানুষ সরকারের তথাকথিত 'উন্নয়ন' পরিকল্পনার প্রকৃত স্বরূপটা বুঝে তাকে রুখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সরকার কান দেয়নি। এই ঘটনাগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে সরকার বড় বড় বিদ্যুৎ কোম্পানির মালিক ধনকুবেরদের লাভ নিশ্চিত করতে আদালতের রায়কেও কোনও গুরুত্বই দিল না।

'দিভেচা সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ'-এর ২০১৮ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী হিমালয়ে উত্তর-পশ্চিমাংশের তাপমাত্রা ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৬৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যা সমগ্র বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির থেকেও বেশি। হিমালয়ের মতো পর্বতমালা যার গঠনকার্য আজও চলছে, যার হিমবাহের উপর দেশের নদী প্রবাহ থেকে জলবায়ু অনেকাংশে নির্ভরশীল সেখানে উন্নয়নের নামে এই ধরনের কাজ কতটা বিপর্যয়কর হতে পারে তা সরকারের মন্ত্রী-আমলাদের অজানা নয়। কিন্তু পরিবেশ রক্ষার থেকেও জলবিদ্যুৎ কোম্পানির লাভ বাড়ানো, যথেচ্ছ সড়ক নির্মাণ করে মন্ত্রী-আমলা-ঠিকাদারদের কাটমানির বন্দোবস্ত, পাহাড়ের ভূপ্রাকৃতিক চরিত্রকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে অপরিকল্পিতভাবে শহর নির্মাণ, ট্যুরিজম ব্যবসা প্রভৃতি সরকারের কাছে অনেক বড়। ওই অঞ্চলে বসবাসকারী কয়েক কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন করে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে, পরিবেশের পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বারে বারে সরকার ওই এলাকায় উন্নয়নের নামে অপউন্নয়ন করেছে। যার ফলে ঘটেছে একের পর এক বিপর্যয়, ঘটছে প্রাণহানি বিপুল ক্ষয়ক্ষতি।

পরিবেশ রক্ষা করার ন্যূনতম দায়বদ্ধতা যে বিজেপি সরকারের নেই তা এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটেই স্পষ্ট। বাজেটে পরিবেশ দফতরকে দেওয়া হয়েছে ২৮৭০ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ৭.৫ শতাংশ কম। ৩৫ লক্ষ কোটি টাকার বাজেটে 'ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাকশন প্ল্যান'-এর জন্য বরাদ্দ মাত্র ৩০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, এই প্ল্যানের জন্য শুধু পশ্চিমবঙ্গেই দরকার ৩৬০০ কোটি টাকা। বাজেট পেশ করার সময়ে 'অতিমারি' কারণের কথা বারে বারে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ২০২০ সালে তো অতিমারি ছিল না। তখন জলবায়ু খাতে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৪০ কোটি টাকা, যা প্রায় এবারের কাছাকাছি। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ জলবায়ু খাতে বরাদ্দ করেছে ২০ হাজার কোটি টাকা, মালদ্বীপের মতো ছোট দেশ প্রতিরক্ষার তুলনায় পরিবেশের জন্য বেশি বরাদ্দ করেছে। তাহলে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারত সরকার উদাসীন কেন?

পরিবেশ বিষয়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থা যেমন 'পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক', 'ওয়াইল্ড লাইফ ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া' ও 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফরেস্ট্রি রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন' প্রভৃতির জন্য বরাদ্দ বাজেটে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা প্রয়োজনীয় তহবিল বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করবে। এতেই স্পষ্ট, এই সংস্থাগুলি আগামী দিনে মালিকদের বিরুদ্ধে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতিকর দিক নিয়ে কোনও সত্য কথা বলতে পারবে না। এরা টাকা দিয়ে সহজেই এনওসি সংগ্রহ করবে এবং পরিবেশ ধ্বংস করবে।

সকলেই জানেন, সরকার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে ক্রমাগত বেসরকারি হাতে বেচে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানে তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পকে আরও বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে যা ব্যাপকভাবে কয়লা পোড়ানো ব্যতিরেকে সম্ভব নয় এবং যা অবশ্যই পরিবেশের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। একইভাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা না হলে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের উপর তা বিপর্যয়কারী প্রভাব ফেলতে পারে। তৃতীয়ত, 'পানীয় জল'কে বেশি বেশি করে বেসরকারি হাতে দেওয়ারই পরিকল্পনা আছে সরকারের। ইতিমধ্যেই বোতলজাত পানীয় জলের ব্যবসাদার বহুজাতিক কোম্পানিগুলি যেভাবে জলস্তরের ক্ষতি করছে, শহর গ্রামের জল সরবরাহ যেভাবে ক্রমাগত বেসরকারি হাতে চলে যাচ্ছে, তাতে আরও বিপন্ন হবে পরিবেশ।

বাজেটে ১১ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি জাতীয় সড়ক তৈরি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে দেশ জুড়ে প্রচুর পরিমাণে বড় রাস্তা ও নদীবাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে হিমালয় পার্বত্য এলাকা, পশ্চিমঘাট, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র তথা পরিবেশকে যেভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয়েছে, তা বহু বিপর্যয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। উন্নয়নের নামে যথেচ্ছ রাস্তা বানানোর জন্য বিপুল অর্থ বরাদ্দ পরিকাঠামো-কোম্পানিগুলিকে বিপুল লাভ দেবে। কিন্তু সহজে লাভের জন্য তারা পরিবেশবান্ধব রাস্তার দিকে যে যাবে না, অতীতের বহু ঘটনা তার সাক্ষী।

কোভিড অতিমারি দেখিয়েছে, পরিবেশকে যথেচ্ছ ধ্বংস করলে, প্রকৃতিকে লুঠ করলে তার বিষময় প্রভাব গোটা মানবজাতিকে বিপন্ন করে। এই পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের পুনরুদ্ধার ঘটানোই যখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা হতাশাজনক। পুঁজিবাদী সরকারের থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না। দেশের জল-জঙ্গল-জমি-খনিজ থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে লুঠ করাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ধর্ম। সরকার তারই রক্ষক। তাই পরিবেশ ধ্বংস হোক— মুনাফা যাতে অটুট থাকে, এটাই আজকের দিনের সব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকারের ধর্ম।

পুঁজিবাদের কাছে 'পরিবেশ' একটা পণ্য। ফলে সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে পরিবেশকেও ব্যবহার করতে চায় তারা। বর্তমান বিজেপির মতো, ১৯৯১ সালে কংগ্রেস নেতা মনমোহন সিং অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন উদার অর্থনীতির প্রবক্তা হিসাবে বলেছিলেন, আগে মুনাফা, পরে পরিবেশ। বুর্জোয়া সরকারগুলির এই ভূমিকায় বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় ঘটেই চলেছে। রইনি গ্রামের গৌরা দেবীর মতো মহিলারা ১৯৭৩ সালে বন্দুকের সামনে রুখে দাঁড়িয়ে যে ইতিহাস গড়েছিলেন, সেই তেজই আজ ভরসা। সেই তেজে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনগুলিই পরিবেশ রক্ষার গ্যারান্টি।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ও পরিবেশের ধ্বংস করে চলে অবিরাম। বিভিন্ন দেশে অধিকার রক্ষার নামেও সাম্রাজ্যবাদীরা পরিবেশ ধ্বংস করে। তখন তা রূপ নেয় আগ্রাসী যুদ্ধের। আজ জল-স্থল, বিভিন্ন দেশ, নদী-সমুদ্র, বন-জঙ্গল, খনি, আকাশ সবই মুনাফার গ্রাসে, ব্যবসায়িক আগ্রাসনের শিকার। শাসকরা ভুলিয়ে দিতে চায়, অস্বীকার করে, মানুষও প্রকৃতির অংশ ও সৃষ্টি। প্রকৃতি ধ্বংস হলে মানুষও ক্ষতি এড়িয়ে যেতে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মুনাফার চক্র থেকে মুক্ত করে প্রয়োগ, প্রকৃতিকে নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করতে শেখায়, ধ্বংস করতে নয়। গণআন্দোলনগুলিকে সেই লক্ষ্যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিপূরক চেতনার ভিত্তিতেই পরিচালিত করতে হবে। পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষার আন্দোলন আজ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণি সংগ্রামেরও অংশ।

আশাকর্মীদের রাজভবন অভিযান

এ রাজ্যের আশাকর্মীদের একমাত্র সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ‘পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন’ ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল। ২৩ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এই দুই ভাগে কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক আশাকর্মী যোগ দেন। প্রায় ৩০ হাজার আশাকর্মীর স্বাক্ষরিত দাবিপত্র রাজ্যপালের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠায় ইউনিয়ন।

২০০৫ সালে এই স্কিম চালু হলেও আজ পর্যন্ত আশাকর্মীদের জীবনের মানের কোনও উন্নতি ঘটেনি। তাঁদের দিয়ে যে কোনও ধরনের কাজ জোর করে এমন ভাবে চাপানো হয়, তাতে একজন কর্মীর পক্ষে তার পারিবারিক জীবনের সাথে কর্মজীবন মেলানো কার্যত অসম্ভব। সরকারের মনোভাব, স্বেচ্ছাকর্মী হিসাবে আশাকর্মীদের প্রায় ২৪ ঘন্টাই রাস্তায় থাকতে হবে। তাঁদের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, সামাজিক সুরক্ষা, ছুটি, বেতন বৈষম্য ঘোচানো, দিশা ডিউটি বাতিল, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চলছে। আন্দোলনের চাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামান্য বেতন বৃদ্ধি, বোনাস চালু এবং আরও কিছু সুবিধা দিলেও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কিছুই করছে না।

প্রতিনিধি দলের কাছে মিশন ডাইরেক্টর আশাকর্মীদের উপর চাপের কথা স্বীকার করে বেশ কিছু দাবি মানবার প্রতিশ্রুতি দেন।

কলকাতার রানি রাসমনি রোডের সভায় বিভিন্ন জেলা থেকে আগত আশাকর্মীরা তাঁদের সমস্যাগুলি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন এবং এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস।

মিড-ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি, অবসরকালীন ভাতা, বছরে বারো মাসের বেতনের দাবিতে সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর কমিটির পক্ষ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি মিছিল করে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক সব্যসাচী গোস্বামী, স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে সুচেতা কুণ্ডু। ইউনিয়নের দুর্গাপুর কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কল্পনা মণ্ডল ও বুলা বিশ্বাস সহ অন্যান্য কর্মীরা বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম বর্ধমানের লাউদোহা ব্লকে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে তিন শতাধিক কর্মী বিক্ষোভ দেখান এবং বিডিও-তে ডেপুটেশন দেন।

হেমতাবাদে নেতাজি স্মরণ

২১ ফেব্রুয়ারি উত্তর দিনাজপুরে এআইডিএসও হেমতাবাদ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি ও উদ্ধৃতি প্রদর্শন করা হয় সন্তরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল দত্ত, সহ-সভাপতি কমরেড অমৃত বর্মন, হেমতাবাদ লোকাল সম্পাদক কমরেড অনিমেষ বর্মন ও অন্যান্যরা। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহিদ স্মরণে বেদিতে মাল্যদান করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল লক্ষ করার মতো।

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ তমলুকে

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মাধ্যমে মাধ্যমিক পরীক্ষা তুলে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করে শিক্ষার মর্মবস্তুকে ধ্বংস করা, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করা, ১০০ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে এদেশে ব্যবসা করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার সর্বাত্মক বেসরকারিকরণ ও প্রাণসত্তা ধ্বংসকারী এই নীতি বাতিলের দাবিতে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে দেশজুড়ে প্রতিবাদ চলছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি কমিটির তমলুক শাখা রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে দাবিপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে।

তমলুকের মানিকতলা মোড়ে এই গণস্বাক্ষর কর্মসূচি চলে। উপস্থিত ছিলেন সেভ এডুকেশন কমিটির অন্যতম সদস্য পূর্ণ চন্দ্র সামন্ত, বাসুদেব দাস, তপন জানা, সুমিত কুমার রাউত, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রমুখ।

যুবশ্রীদের শ্রমদপ্তর অভিযান

পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতির ডাকে ২৪ ফেব্রুয়ারি দুই সহস্রাধিক যুবক-যুবতী শ্রমদপ্তর অভিযান করেন। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল ধর্মতলা হয়ে শ্রমদপ্তরে যায়, যেখানে সারাদিনব্যাপী অবস্থান করেন যুবরা। যুবশ্রী প্রকল্প থেকে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করার দাবিতে নব মহাকরণ ভবনে শ্রমমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করেন তাঁরা। সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত অবস্থান চলে। এরপর এমপ্লয়মেন্ট ডাইরেক্টর বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করবেন বলে আশ্বাস দিলে অবস্থান প্রত্যাহার করা হয়।

সিপিডিআরএসের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কনভেনশন

দেশে চলছে এক দুঃসহ পরিস্থিতি। কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারই হরণ করছে গণতান্ত্রিক অধিকার। সরকারের অগণতান্ত্রিক কালা কানুনের বিরুদ্ধে চাষি-মজুরের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে নগ্নভাবে দমন করছে সরকার। এমনকী ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করলেও নেমে আসছে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন। এই পরিস্থিতিতে মানবাধিকার আন্দোলন অত্যন্ত জরুরি হিসাবে দেখা দিয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস জেলায় জেলায় কনভেনশন করে গণপ্রতিবাদ ধ্বনিত করছে।

কেন্দ্রের নয়া তিনটি কর্পোরেট স্বার্থবাহী কৃষি আইন বাতিল, মানবতাবাদী ডাক্তার কাফিল খানকে ‘দাগী আসামী’র তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবিতে সিপিডিআরএস দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ ফেব্রুয়ারি বারুইপুর পুরাতন বাজার সাধারণ পাঠাগারে নাগরিক কনভেনশন আয়োজিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক গোলাম রসুল হালদার। শতাধিক মানবাধিকার কর্মী উপস্থিত ছিলেন। গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার রক্ষার কর্মী ও সাংবাদিকদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনার প্রতিবাদে প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক রাজকুমার বসাক আলোচনা করেন। ডঃ কানাইলাল দাসকে সভাপতি ও সমাজকর্মী জ্ঞানতোষ প্রামাণিককে সম্পাদক করে ৩৭ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

চুক্তিভিত্তিক ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জেলা সম্মেলন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে ২৭ ফেব্রুয়ারি কনট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। উদ্বোধন করেন কমরেড গৌরহরি মিস্ত্রি। সভাপতিত্ব করেন কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল। কর্মচারীদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নারায়ণ চন্দ্র পোদ্দার। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেড আলোকতীর্থ মণ্ডল, অনুপ রায়, পূর্ণেন্দু বিশ্বাস। কমরেড মনজুর আহমেদকে সভাপতি ও কমরেড প্রশান্ত হালদারকে সম্পাদক করে শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

রাজস্থানে দলের রাজ্য অফিস উদ্বোধন

কর্মীদের বহু পরিশ্রম ও জনগণের দানে তৈরি হল এস ইউ সি আই (সি)-র রাজস্থান রাজ্য কার্যালয়। ২১ ফেব্রুয়ারি এই ভবন উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ, হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রাজেন্দ্র এবং এআইডিওয়াইও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়ক। দলের রাজস্থান রাজ্য সংগঠনী কমিটির সমস্ত সদস্য, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কয়েকশো কর্মী-সমর্থক ও দলের শুভানুধ্যায়ী সাধারণ মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সোনারপুরে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের কনভেনশন

রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের উদ্যোগে ২০ ফেব্রুয়ারি সোনারপুর বাজার মোড়ে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ই আর এম ইউ সোনারপুর শাখার সম্পাদক অসিত খামারু। বক্তব্য রাখেন ইউসুফ আলি মোল্লা, ইন্দুভূষণ গায়েন। প্রধান বক্তা প্রাক্তন সাংসদ, নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের সম্পাদক ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, লকডাউনে মানুষ যখন গৃহবন্দি ছিলেন, সেই সময় বেসরকারিকরণের এইসব সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। যাকে প্রতিরোধ করতে না পারলে শুধু কর্মচারীরাই নন, সাধারণ মানুষও সংকটে পড়বেন। কনভেনশন থেকে প্রভাস মণ্ডলকে সভাপতি, অসিত খামারু ও ইউসুফ মোল্লাকে সহ সভাপতি, রাধারানী মিত্রকে সম্পাদক করে ১৩ জনের কমিটি গঠিত হয়েছে।

ডাঃ কাফিল খানের নাম অপরাধী তালিকায়

প্রতিবাদ চিকিৎসক-সমাজকর্মীদের

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে এবং উত্তরপ্রদেশে মানবদরদী চিকিৎসক ডাক্তার কাফিল খানের নাম অপরাধী তালিকায় ঢোকানোর প্রতিবাদে ২৫ ফেব্রুয়ারি নাগরিক কনভেনশনের ডাক দিয়েছিল মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস এবং চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, সহসভাপতি ডাঃ তরুণ মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, সিপিডিআরএসের রাজ্য কমিটির সদস্য রাজকুমার বসাক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বক্তারা সরকারের ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বান জানান।

২৩ ফেব্রুয়ারি হরিয়ানার ভিওয়ানিতে সংযুক্ত কিসান মোর্চার আহ্বানে এআইকেকেএমএস-এর উদ্যোগে 'পাগড়ি সামাল দিবস' পালন করা হয়। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ উপস্থিত ছিলেন

ম্যানহোলে চার শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণ

২৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কলকাতায় ম্যানহোলে পড়ে ৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য পরদিন এক বিবৃতিতে বলেন, পৌরসভার কাজে ম্যানহোলে নেমে কাজ করতে গিয়ে গতকাল চারজন শ্রমিকের মৃত্যু শুধু মর্মান্তিকই নয়, তা চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণ। এই কাজে যাঁদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের জন্য যে সতর্কতা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা কর্তৃপক্ষ নিয়েছিল কি? গরিব শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যুমিছিল কি এভাবেই চলতে থাকবে? তাঁদের জন্য ন্যূনতম সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে না? সাম্প্রতিক অতীতে উত্তরাখণ্ডে হিমবাহ ধসে এভাবেই সুরক্ষাহীন শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছিল। তারও কিছুদিন আগে শত শত পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল রাস্তায় পড়ে। সুরক্ষাহীন অবস্থায় শ্রমজীবী মানুষকে মৃত্যুর দিকে এভাবে ঠেলে দেওয়াকে আমরা গভীর অন্যায় বলে মনে করি। আমরা অবিলম্বে শ্রমিক পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ সহ প্রতি পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি প্রদানের দাবি করছি। সাথে সাথে ভবিষ্যতে যাতে এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা না ঘটে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করারও দাবি জানাচ্ছি।

শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন। মৃত শ্রমিক পরিবারের এক জনকে সরকারি চাকরি ও ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা দাবি জানিয়েছেন তিনি।

শিলিগুড়িতে আন্দোলনে সাফাই কর্মচারীরা

উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী সমিতির ডাকে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে লাগাতার কর্মবিরতি চালানোর পর ২০ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে বাঘাযতীন পার্কে অনুষ্ঠিত হল কনভেনশন। ২ হাজরের বেশি কর্মচারীর উপস্থিতিতে এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন জেলার বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জয় লোধ। উপস্থিত ছিলেন সাফাই কর্মচারী সমিতির সভাপতি কিরণ রাউত, সম্পাদক বিনোদ কুমার রাউত, সহ-সভাপতি শিবপ্রসাদ হেলা। আন্দোলনের চাপে প্রথমে মন্ত্রী গৌতম দেব ও পরে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বৈঠকে বসতে বাধ্য হন। পুরমন্ত্রী সাফাই কর্মীদের বেতন ২৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০৪ টাকা করার প্রতিশ্রুতি দেন। দ্রুত এই প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সংগঠন।

বিপিটিএ-র রাজ্য সম্মেলন

বাঁকুড়ার খাতড়ায় স্বরাজনগর টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ২৭তম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

১৯ ফেব্রুয়ারি খাতড়া শহরে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ শিক্ষার অবশেষটুকুকেও ধ্বংস করবে' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকে পঠন-পাঠন শুরু, দুর্নীতিমুক্তভাবে শিক্ষক নিয়োগ ও বদলি সহ শিক্ষা ও শিক্ষকদের ১৫ দফা গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুরুলিয়ার সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক প্রণব হাজরা, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের অধ্যাপক অরুণাভ ব্যানার্জী, খাতড়া কলেজের অধ্যাপিকা মঞ্জু চক্রবর্তী, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সদস্য দিলীপ মাইতি বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অজিত হোড়। সম্মেলনে মোসাব্বর হোসেন এবং আনন্দ হাণ্ডাকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে ৫৩ জনের রাজ্য কমিটি নির্বাচিত হয়।

পাঠকের মতামত

বামপন্থা একটা সংস্কৃতি

সাম্প্রতিক সময়ে একটা বিতর্ক গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে। সৌজন্যে— সিপিআই(এম) দলের ২৮ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশের প্রচার উপলক্ষে প্রকাশিত একটি চটুল গানের প্যারডি 'এই টুম্পা ব্রিগেড চল' শীর্ষক অডিও-ভিডিও।

গানটি নিয়ে হইহই চলছে। এই নিয়ে একটা আড়াআড়ি বিভাজনও হয়ে গেছে। বিভাজনটা যে শুধু বাইরে ঘটেছে তা নয়, সিপিআই(এম) দলের অভ্যন্তরেও বিভাজনটা খুব স্পষ্ট। সমাজমাধ্যমে চোখ রাখলেই তা বোঝা যায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, যারা এই 'মহত্তম রচনা'র পক্ষে বলছেন তাদের বলা হচ্ছে 'প্রগতিশীল', আর যারা এর বিপক্ষে তাদের দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'জ্যাঠামশাই' বলে। অন্তত সৃষ্টিকর্তারা এমনটাই ঠাওরেছেন। নিজের বিবেক, বোধ, শিক্ষা, রুচি, চেতনা ইত্যাদি যা কিছু এই ৩০ বছরের বেড়ে ওঠায় সযত্নে লালিত পালিত হয়ে একটা কাঠামো পেয়েছে তার নিরিখে বিষয়টা একটু বিবেচনা করা যাক।

বামপন্থা, লাল পতাকা, লাল তারা, কাস্তে হাতুড়ি, সমাজতন্ত্র, লাল সেলাম, কমরেড ইত্যাদি শব্দগুলির সাথে প্রাথমিকভাবে গভীর যত্নের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যিনি, তিনি আমার বাবা এবং যিনি এখনও একজন সিপিআইএম কর্মী। বাবার হাত ধরেই প্রথম শ্রমজীবী মানুষের মিছিলে হেঁটেছি। তখন কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু একটা আকর্ষণ টানত খুব। দুই সারির মিছিলে বাবা মাঝে থেকে স্লোগান দিচ্ছে 'কাস্তে হাতুড়ি কাস্তে, তারা হাতুড়ি বাঁচতে' আর বাবার পাশে আমিও হাঁটছি। মিছিল শেষ হচ্ছে যেখানে সেখানে তখন বক্সে বাজছে 'আহ্বান শোনো আহ্বান... আসে মাঠঘাট.....'— কেমন যেন একটা দোলা লাগত। কিন্তু বয়সের নিরিখে তা উপলব্ধি করার স্তরে তখনও পৌঁছাইনি। কিন্তু গহীন মনে তা একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। কোনও এক সকালে চা খেতে খেতে বাবা লেনিনের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছিলেন নিজের গলায় 'ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান....' গাইতে গাইতে। মনের ভিতরের জমিটা এভাবেই লাল টুকটুকে হয়েছে।

২০০১ সালে ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমাদের 'ভাটিয়া বাড়ির ছাদে' তার 'বিজয় উৎসব' পালন করা হয়েছিল। সেখানে বাবার দলের একজন অতি উৎসাহী কমরেড একটি জনপ্রিয় বাংলা ছায়াছবির চটুল গান বক্সে বাজিয়ে দিয়েছিলেন। তা শোনামাত্র বাবা তা বন্ধ করে দিয়ে তাকে কড়া সুরে শুনিয়েছিল, 'আমরা বামপন্থী, আমাদের একটা রুচি আছে। সবকিছুকে গুলিয়ে ফেলো না'— বাবার এহেন আচরণ সেদিন রুচির একটা ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল বৈকি।

সময়ের পরিবর্তনে বামপন্থী রাজনীতির সাথে নিজেও জড়িয়েছি। সেই বামপন্থী রাজনীতি শিখিয়েছে রাজনীতি একটি উচ্চ হৃদয়বৃত্তি, আর বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি'। ফলে কোনও কিছু সম্পর্কে বিচার প্রক্রিয়াতে এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই পাথেয় করি। সবসময় যে পারি বা পেরেছি তা নয়। কিন্তু দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে এটাই কম্পাস।

কয়েক বছর আগে ফেসবুকে একটি গ্রুপে রাজনৈতিক বিতর্কের নামে গালাগালি চলছিল। সেখানে একটা সময় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে এবং নিজেও প্রতিপক্ষকে কটূক্তি সহকারে আক্রমণ করে বসি। সঙ্গে সঙ্গে আমার ইনবক্সে এক কমরেড দাদার একটি টেক্সট মেসেজ ঢোকে। তিনি লিখেছিলেন, 'বামপন্থা কোনও কৌশল নয়, বামপন্থা একটা সংস্কৃতি। তাকে প্রতি মুহূর্তে লালন করতে হয়।' ব্যাস। ওইটুকুই সেদিন ছিল বার্তা। বোঝার স্তর পেরিয়ে কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি তা সময় বলবে।

স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না। বরং সাহায্যই করে দুঃসময়ে। সময়টা দুঃসময়-ই। 'এই টুম্পা ব্রিগেড চল' থেকে 'হাতে হাত' রেখে 'ভাইজানের দোস্তি', সবটা মিলে ঘোর দুঃসময়। কিন্তু সত্যের পক্ষে যে অবস্থান নিতেই হবে। সস্তায় জনপ্রিয়তা অর্জন সহজভাবেই করা যায়। কিন্তু সেটা সস্তাই থাকে। যুগের তালে তাল মেলাতে গিয়ে প্রগতিশীলতার দোহাই পেড়ে যারা সস্তার জিনিস নিয়ে ফেসবুকের দেওয়াল থেকে রাস্তার মোড়ে হরবখত ঢক্কানিনাদ করছেন, তারা আর যাই হোক বামপন্থার প্রচার করছেন না। বরং তার সর্বনাশই করছেন। তাই সোচ্চারেই বলতে হবে... 'বামপন্থা কোনও কৌশল নয়, বামপন্থা একটা সংস্কৃতি'।

সৌপ্তিক পাল
কলকাতা-৫

জেলায় জেলায় ছাত্র সম্মেলন

পূর্ব বর্ধমান ঃ সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবর্ষে সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, কালা কৃষি আইন ও সংশোধিত শ্রম আইন বাতিল এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান না করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত গাফিলতি ও হয়রানির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্রতর করতে ২৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান শহরের জাগরী হলে পূর্ব বর্ধমান জেলা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন দলের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড অনিরুদ্ধ কুণ্ডু, এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি অনুপম পানি, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অতীশ বোস ও উৎপল দাস অধিকারী, রাজ্য কমিটির সদস্য রীতা পাল। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য বিদ্যুৎ মাইতি। সন্তু মণ্ডলকে সম্পাদক এবং শৈলেন মাইতিকে সভাপতি করে ১২ জনের জেলা কমিটি ও ২২ জনের কাউন্সিল সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গড়ে তোলা হয়।

জলপাইগুড়ি ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ তম জন্মবর্ষে জল-জঙ্গল-জীবন-জীবিকা ও শিক্ষার দাবিতে ২২ ফেব্রুয়ারি নবম জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল

জলপাইগুড়ি শহরের জেলা পরিষদ হলে। সম্মেলনের শুরুতেই জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে জেলা পরিষদ হল পর্যন্ত একটি দৃপ্ত মিছিল হয়। উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল, জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ঘোষ, এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড অশোক মাইতি। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি কমরেড কৌশিক রায়। কমরেড ধনঞ্জয় রায়কে সভাপতি এবং কমরেড শ্যামল দাসকে সম্পাদক করে ৯ জনের সম্পাদকমণ্ডলী সহ ১৯ জনের জেলা কমিটি এবং ৪২ জনের জেলা কাউন্সিল নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়।

দার্জিলিং ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫-তম জন্মবর্ষে শিক্ষার বেসরকারিকরণ-সাম্প্রদায়িকীকরণের নীলনকশা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, কালা কৃষি আইন ও সংশোধিত শ্রম আইন বাতিলের দাবিতে অষ্টম দার্জিলিং জেলা ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৯ ফেব্রুয়ারি। রক্তপতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য এবং দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক এবং উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড চন্দন সাঁতরা, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জহিদুল হক ও কমরেড অনুরাধা ওঝা। কমরেড অপূর্ব মণ্ডলকে সভাপতি ও কমরেড কল্লোল বাগচীকে সম্পাদক করে ১৩ জন সদস্যের জেলা সম্পাদকমন্ডলী, ২৬ জনের জেলা কমিটি এবং ৬০ জন সদস্যের জেলা কাউন্সিল নিয়ে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

প্রাইভেট টিউটরদের কনভেনশন

২৭ ফেব্রুয়ারি জয়নগর শহরের বন্ধন কমপ্লেক্সে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রাইভেট টিউটরদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাইভেট টিউটরের চাকরির দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে, পরিচয়পত্র দিতে হবে, সরকারি হেলথ ও পেনশন স্কিমে যুক্ত করতে হবে, চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ভাতা দিতে হবে ইত্যাদি দাবি উত্থাপিত হয়। বক্তব্য রাখেন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক নিরঞ্জন নস্কর এবং জেলা সম্পাদক সুমন্ত গাঙ্গুলী। কনভেনশনে উত্থাপিত দাবিগুলি নিয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে বাপি বিসওয়ালকে সভাপতি এবং শেখর মিস্ত্রিকে সম্পাদক করে শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য

ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। *প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*
২। *প্রকাশের কাল ঃ সাপ্তাহিক*
৩। *মুদ্রকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*
৪। *প্রকাশকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*
৫। *সম্পাদকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*
৬। *স্বত্বাধিকারী ঃ সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

আমি, মানিক মুখার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।

মানিক মুখার্জী
১.৩.২০২১ *প্রকাশকের স্বাক্ষর*

রান্নার গ্যাস ও পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

চেন্নাই, তামিলনাড়ু

বাঁকুড়ায় মিছিলে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

ছত্তিশগড়ে বাংলা ভাষাশিক্ষা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করেছিল বিজেপি সরকার

আরেকটা ২১ ফেব্রুয়ারি পার হয়ে গেল। কিন্তু মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষার দাবিতে ছত্তিশগড়ে যে আন্দোলন গত পাঁচ বছর ধরে চলছে, তার কোনও খবর কোনও সংবাদমাধ্যমে দেখা গেল না। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কথায় মূলত বাংলাদেশ আর আসামের শিলচরের আন্দোলনের নামই উঠে আসে। কিন্তু ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যে যেখানে দণ্ডকারণ্য এলাকায় দেশভাগের কারণে বসতি স্থাপন করা উদ্বাস্তু সহ তিন লক্ষের বেশি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাস করেন, মাতৃভাষায় পঠনপাঠনের জন্য তাদের আন্দোলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে এই আন্দোলন ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে বর্তমানে আরও জীবন্ত করে তুলেছে।

এই রাজ্যে ২০১৬ সালে বাংলাভাষা সম্পূর্ণ তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে তৎকালীন বিজেপি সরকার। তারপর থেকেই ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও, কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলে। শিক্ষাপ্রেমী মানুষদের যুক্ত করে মাতৃভাষা শিক্ষা ও সংগ্রাম সমিতি গঠন করে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। মিছিল, মিটিং, কনভেনশন, স্বাক্ষর সংগ্রহ, ডেপুটেশন, ঘেরাও প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একদিকে জনমত গঠন, অন্যদিকে সরকারের উপর প্রবল চাপ তৈরি করা হয়। যার ফলে, ২০২০ সালের ২৬ জানুয়ারি কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল মাতৃভাষায় ও আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

কিন্তু ঘোষণা হলেও, অস্পষ্টতা রেখে দেয় ধূর্ত সরকার। সেই ঘোষণায় বাংলা ভাষার কোনও উল্লেখ নেই। প্রশ্ন ওঠে, এই রাজ্যে বাংলাভাষীদের মাতৃভাষা কী? বাংলাভাষী সহ সমস্ত ভাষাভাষী গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়, যার চাপে সরকার বাংলা ভাষায় পড়াতে রাজি হয়।

কিন্তু চক্রান্ত এখানেই শেষ নয়, সরকার বাংলা ভাষাকে অন্যান্য স্থানীয় বোলি ভাষার মতো করে পড়াতে চায় এবং বাংলা উচ্চারণে হিন্দি অক্ষরে শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করে। এতে আগুনে ঘি পড়ে। প্রশ্ন ওঠে, বাংলার কি হরফ নেই? বাংলা কি স্বীকৃত ভাষা নয়? ফলে এই অবমাননার বিরুদ্ধে শুরু হল তীব্রতর আন্দোলন। রাজ্যের নানা স্থানে জনগণ রাস্তা অবরোধ করে। পালন করা হয় মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ছত্তিশগড় বনধ। দাবি না মানলে আন্দোলন আরও তীব্র রূপ নেবে আঁচ করে অবশেষে সরকার বাংলা ভাষাতেই পঠনপাঠনের দাবি মানতে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় বাংলা ভাষায় বই ছাপতে।

বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসকরা কীভাবে দমন-পীড়ন চালায় ছত্তিশগড়ের এই ঘটনা তারই একটা উদাহরণ। বিজেপি কিংবা কংগ্রেস— শাসকের নাম যাই হোক না কেন তাদের উভয়ের ভূমিকাই এ ক্ষেত্রে এক। বিজেপি দাবি করছে এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেবে। বাংলা ভাষার প্রতি তারা কোন মর্যাদা দেখিয়েছে ছত্তিশগড়ের চিত্র তারই প্রমাণ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলীতে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন

দিল্লি দাঙ্গার এক বছর

একের পাতার পর

সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে যাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছিল বলে অভিযোগ, বিজেপির সেই নেতা কপিল মিশ্রের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করার ইচ্ছাই দেখায়নি। 'গোলি মারো' বলে উত্তেজক স্লোগান যিনি দিয়েছিলেন, তাঁকেও পুলিশ যথারীতি দাঙ্গার উস্কানিদাতা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেনি। এক বছর ধরে দিল্লি পুলিশ কার্যত কোনও তদন্তই করে উঠতে পারেনি। একই সাথে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা তাণ্ডব চালিয়েছিল, আরএসএস-বিজেপির সেই দুষ্কৃতী বাহিনীর বিরুদ্ধেও কিছু করে উঠতে পারেনি পুলিশ। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপ দেখলে দেশের মানুষের এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। দিল্লি পুলিশ সহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে থাকা দফতরগুলি সরকার বিরোধী প্রতিবাদকারীদের নানা মামলায় ফাঁসাতে এতটাই ব্যস্ত হয়ে রয়েছে যে, বাকি কাজ করে ওঠার সময় তাদের পাওয়াটাই আশ্চর্যের বিষয়।

যেটুকু চার্জশিট তারা জমা দিয়েছে তাতেও বিপুল পরিমাণে ভুল, বিশেষ বিশেষ অভিযুক্তের ক্ষেত্রে কোনও তদন্ত শুরুই করতে পারেনি তারা। অথচ দাঙ্গার অভিযোগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষকে শাস্তি দিতে তারা তৎপর। এমনকি দিল্লির একটি আদালত পর্যন্ত তিনজন এমনই অভিযুক্তকে জামিন দিতে গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছে, দিল্লি দাঙ্গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেরাই নিজেদের লোককে হত্যা করেছে— পুলিশের এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেছে আদালত। সব মিলিয়ে একটা বিষয় পরিষ্কার, দিল্লি পুলিশ আদৌ তদন্তটা করতে চায়নি। তারা যে বিশেষ বিশেষ লোক, সুনির্দিষ্ট করে বললে, দাঙ্গায় উস্কানিদাতা বিজেপি নেতাদের আড়াল করতেই সর্বশক্তি ব্যয় করেছে সেটা স্পষ্ট।

ভারতের মতো দেশে পুলিশ-মিলিটারি সহ সরকারি বাহিনীগুলি জনগণের পয়সায় যতই বেতন পাক না কেন, তাদের আসল দায়বদ্ধতা জনগণের প্রতি নয়। তাদের দায়বদ্ধতা প্রধানত দেশের আসল মালিক পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতি। একই সাথে তাদের দায়বদ্ধতা পুঁজিপতি শ্রেণির রক্ষক সরকার ও শাসক দলের প্রতি। অতীতে বুর্জোয়া প্রশাসনযন্ত্র তবু কিছুটা নিরপেক্ষতা দেখানোর চেষ্টা করত। এখন সেটুকু দায়ও তারা বহন করতে নারাজ। গণতন্ত্রের খোলসটুকুই আজ সার। ভিতরের সারবস্তুকে শাসকরা প্রায় শেষ করেই দিয়েছে। যেটুকু আজও বাকি আছে, তাকেও একেবারে নিঃশেষ করে দিতে ভারতীয় একচেটিয়া মালিকদের এক মহা-বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছে বিজেপি। দিল্লি পুলিশ সেই সেবার শিক্ষাটা নিয়েছে একেবারে অন্তর থেকে। তাই কোনও ছাত্রী দেশের সুদূর প্রান্তে বসে দিল্লির কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানালে সেটা একেবারে তাদের মর্মে গিয়ে আঘাত করছে। তাঁকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে জেলে ভরতে তাদের তৎপরতার অভাব ঘটছে না। কিন্তু আরএসএস-বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা যেন শুনতেই পায় না। গণহত্যা চলাকালীন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি মুরলিধর আক্রান্ত মানুষের আর্তিতে সাড়া দিয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে বারোটায় বাড়িতে আদালত বসিয়ে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। পরদিন দুপুরে তিনি পুলিশকে নির্দেশ দেন অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক ভাষণের জন্য বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র, অনুরাগ ঠাকুর এবং পরবেশ ভার্মার বিরুদ্ধে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এফআইআর করতে হবে। কিন্তু ওইদিন গভীর রাতে তাঁকে ট্রান্সফার করার আদেশ জারি করে সরকার। ফলে সেই এফআইআর পুলিশকে আর করতেই হয়নি।

বিজেপি রাজত্বে কাদের পুলিশি হয়রানির শিকার হতে হবে, বলা যায়, তা এক প্রকার সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সরকারের বিরোধিতা, সমালোচনা মানেই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা অথবা বিজেপি রাজ্য সরকারগুলির পুলিশের চোখে তা দেশদ্রোহ। ঠিক এই কারণেই উত্তরপ্রদেশের পুলিশ মানবদরদী চিকিৎসক ডাক্তার কাফিল খানকে স্থান দিয়েছে অপরাধীর তালিকায়, আর দিল্লি পুলিশ দাঙ্গাকারীদের নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এর পরেও রাজ্যে রাজ্যে ভোটের প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহেরা গণতন্ত্রের বাণী দেবেন, আর মানুষকে তা শুনতে হবে?

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বিধানসভা নির্বাচনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রার্থী তালিকা

কোচবিহার

১) মেখলিগঞ্জ (এসসি)	রঞ্জিতকুমার রায়
২) মাথাভাঙা	বিকাশ বর্মন
৩) কোচবিহার উত্তর (এসসি)	অনিল চন্দ্র রায়
৪) কোচবিহার দক্ষিণ	নাজমা খন্দকার
৫) শীতলকুচি (এসসি)	জগদীশ অধিকারী
৬) সিতাই	অনিল চন্দ্র বর্মন রায়
৭) দিনহাটা	প্রদীপ রায়
৮) নাটাবাড়ি	আবদুস সালাম
৯) তুফানগঞ্জ	ভোলা সাহা

আলিপুরদুয়ার

১০) কুমারগ্রাম	পরে ঘোষিত হবে
১১) কালচিনি (এসটি)	সুখন মুন্ডা
১২) আলিপুরদুয়ার	পীযূষকান্তি শর্মা
১৩) ফালাকাটা (এসসি)	তরণী রায়
১৪) মাদারিহাট (এসটি)	সুধীষ্ট বড়াইক

জলপাইগুড়ি

১৫) ধূপগুড়ি (এসসি)	ধীরঞ্জন রায়
১৬) ময়নাগুড়ি (এসসি)	শ্যামল রায়
১৭) জলপাইগুড়ি (এসসি)	পলেন্দ্রনাথ রায়
১৮) রাজগঞ্জ (এসসি)	উদয় রায়
১৯) ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি	মানিউল ইসলাম
২০) মাল (এসটি)	জ্যোতিষ মিনজ

দার্জিলিং

২১) মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (এসসি)	হরিশ বর্মন
২২) ফাঁসিদেওয়া (এসটি)	ভোলা তিরকি
২৩) শিলিগুড়ি	দীপ্তি রায় (ভট্টাচার্য)

উত্তর দিনাজপুর

২৪) ইসলামপুর	বীরেন্দ্রনাথ সিংহ
২৫) গোয়ালপোখর	নবীন চন্দ্র সিংহ
২৬) করণদিঘি	শান্তিলাল সিং
২৭) হেমতাবাদ (এসসি)	জ্যোতির্ময় বর্মন
২৮) কালিয়াগঞ্জ	
২৯) রায়গঞ্জ	সনাতন মজুমদার

দক্ষিণ দিনাজপুর

৩০) কুমারগঞ্জ	রঞ্জিত দেব
৩১) বালুরঘাট	পরে জানানো হবে
৩২) তপন (এসটি)	কালীচরণ এক্কা
৩৩) হরিরামপুর	হরিশ মাহাতো

মালদা

৩৪) গাজোল (এসসি)	সুপেন কুমার রায়
৩৫) চাঁচল	ঝন্টু কুমার রবিদাস
৩৬) হরিশ্চন্দ্রপুর	মুসারফ হোসেন
৩৭) ইংলিশবাজার	গৌতম সরকার

মুর্শিদাবাদ

৩৮) সামসেরগঞ্জ	টিপু সুলতান
৩৯) সুতি	অনুপ সিনহা
৪০) জঙ্গিপুর	মির্জা নাসিরুদ্দিন
৪১) রঘুনাথগঞ্জ	রবিউল আলম
৪২) সাগরদিঘি	মির্জা লুৎফল হক
৪৩) লালগোলা	মুন্তাসির জামিল
৪৪) ভগবানগোলা	আবদুল মাবুদ
৪৫) রানিনগর	নাসরিন নাহার লুসি
৪৬) মুর্শিদাবাদ	মিলিয়া সাজেম
৪৭) নবগ্রাম (এসসি)	বরুণ মণ্ডল
৪৮) কান্দি	সুখেন হালদার
৪৯) রেজিনগর	বাবর আলি
৫০) বেলডাঙা	সরিফুল ইসলাম
৫১) বহরমপুর	গৌতম ঘোষ
৫২) হরিহরপাড়া	গোলাম আম্বিয়া
৫৩) নওদা	সহিদুল ইসলাম
৫৪) ডোমকল	সামসুজ্জামান
৫৫) জলঙ্গি	এনামুল হক

নদীয়া

৫৬) করিমপুর	ধনপতি মণ্ডল
৫৭) পলাশিপাড়া	মনিরুজ্জামান মণ্ডল
৫৮) কালিগঞ্জ	মহিউদ্দিন মণ্ডল
৫৯) চাপড়া	মোজাম্মেল হোসেন মণ্ডল
৬০) কৃষ্ণনগর উত্তর	জয়দীপ চৌধুরী
৬১) শান্তিপুর	নদীয়াচাঁদ বিশ্বাস
৬২) রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম	অপর্ণা গুহ
৬৩) রানাঘাট দক্ষিণ (এসসি)	ননীগোপাল মিস্ত্রি
৬৪) হরিণঘাটা (এসসি)	বিপ্লবচন্দ্র বিশ্বাস
৬৫) নাকাশিপাড়া	কৃষ্ণচন্দ্র দেবনাথ

উত্তর চব্বিশ পরগণা

৬৬) বনগাঁ উত্তর (এসসি)	শ্যামসুন্দর হালদার
৬৭) বনগাঁ দক্ষিণ (এসসি)	রবীন্দ্রনাথ বারুই
৬৮) গাইঘাটা (এসসি)	ননীবালা বিশ্বাস
৬৯) স্বরূপনগর (এসসি)	দেবব্রত বিশ্বাস
৭০) বাদুড়িয়া	নিতাইকৃষ্ণ পাল
৭১) হাবড়া	প্রবোধ কুমার সরকার
৭২) অশোকনগর	তারক রজক দাস
৭৩) আমডাঙা	গৌতম বিশ্বাস
৭৪) বীজপুর	কালিপদ দেবনাথ
৭৫) জগদ্দল	রতন লস্কর
৭৬) পানিহাটি	রত্না দত্ত
৭৭) রাজারহাট-গোপালপুর	জগন্ময় কর্মকার
৭৮) বারাসাত	বিপ্লব দত্ত
৭৯) দেগঙ্গা	অজয় সাধুখাঁ
৮০) বসিরহাট দক্ষিণ	অজয় বাইন
৮১) ভাটপাড়া	পার্থ ভট্টাচার্য
৮২) মধ্যমগ্রাম	ক্ষমা পণ্ডা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

৮৩) গোসাবা (এসসি)	তপন মিস্ত্রি
৮৪) বাসন্তী (এসসি)	নিমাই মণ্ডল
৮৫) কুলতলি (এসসি)	জয়কৃষ্ণ হালদার
৮৬) পাথরপ্রতিমা	নারায়ণ হালদার
৮৭) কাকদ্বীপ	ঝন্টু মাইতি
৮৮) সাগর	স্বরাজ দাস
৮৯) কুলপি	রণজিৎ সিংহ
৯০) রায়দিঘি	গুণসিন্ধু হালদার
৯১) মন্দিরবাজার (এসসি)	শিশির মণ্ডল
৯২) জয়নগর (এসসি)	তরুণকান্তি নস্কর
৯৩) বারুইপুর পূর্ব (এসসি)	জয়দেব নস্কর
৯৪) ক্যানিং পশ্চিম (এসসি)	নারায়ণ নস্কর
৯৫) ক্যানিং পূর্ব	রফিক আকুঞ্জি
৯৬) মগরাহাট পূর্ব (এসসি)	সঞ্জয় মণ্ডল
৯৭) মগরাহাট পশ্চিম	আহমেদ সরদার
৯৮) ডায়মন্ড হারবার	মনোরমা হালদার
৯৯) সাতগাছিয়া	সেখ রবিয়াল
১০০) সোনারপুর দক্ষিণ	দিবাকর হালদার
১০১) কসবা	শম্পা সরকার
১০২) টালিগঞ্জ	দেবব্রত বেরা
১০৩) বেহালা পূর্ব	আশীষ দণ্ড
১০৪) বজবজ	উত্তম পাল

কলকাতা

১০৫) কলকাতা পোর্ট	জায়েদ হোসেন
১০৬) রাসবিহারী	সুস্মিতা পণ্ডা
১০৭) বেলেঘাটা	তরুণ দাস
১০৮) জোড়াসাঁকো	বিজ্ঞান কুমার বেরা

হাওড়া

১০৯) বালি	পুতুল চৌধুরী
১১০) হাওড়া মধ্য	শ্রীরূপ দাস
১১১) শিবপুর	কার্তিক শীল
১১২) হাওড়া দক্ষিণ	তাপস কুমার দাস
১১৩) উলুবেড়িয়া দক্ষিণ	জয়ন্ত খাটুয়া
১১৪) শ্যামপুর	প্রদীপ মণ্ডল
১১৫) বাগনান	পম্পা সরকার বেরা
১১৬) আমতা	সঞ্জীব সাঁতরা

হুগলি

১১৭) শ্রীরামপুর	সমীর সরকার
১১৮) সিঙ্গুর	শঙ্কর জানা
১১৯) বলাগড় (এসসি)	শুকদেব বিশ্বাস
১২০) পাণ্ডুয়া	পবন মজুমদার
১২১) হরিপাল	বিশ্বনাথ ঘোষ

পূর্ব মেদিনীপুর

১২২) তমলুক	জ্ঞানানন্দ রায়
১২৩) পাঁশকুড়া পূর্ব	চন্দ্রমোহন মানিক
১২৪) পাঁশকুড়া পশ্চিম	সুনীল কুমার জানা
১২৫) ময়না	সুব্রত বাগ
১২৬) নন্দকুমার	সৌমিত্র পট্টনায়ক
১২৭) মহিষাদল	তপন কুমার মাইতি
১২৮) হলদিয়া (এসসি)	নারায়ণ প্রামাণিক
১২৯) নন্দীগ্রাম	মনোজ দাস
১৩০) চণ্ডীপুর	স্বপন ভৌমিক
১৩১) পটাশপুর	সূর্যেন্দু বিকাশ পাত্র
১৩২) কাঁথি উত্তর	পঞ্চানন দাস
১৩৩) ভগবানপুর	অশোকতরু প্রধান
১৩৪) খেজুরি (এসসি)	সোমনাথ মণ্ডল
১৩৫) কাঁথি দক্ষিণ	শ্রাবণী পাহাড়ী
১৩৬) রামনগর	আরতি পাহাড়ী
১৩৭) এগরা	জগদীশ সাউ

পশ্চিম মেদিনীপুর

১৩৮) দাঁতন	সুভাষ দাস
১৩৯) কেশিয়াড়ী (এসটি)	ঝড়েশ্বর রাউত
১৪০) খড়্গপুর সদর	সুরঞ্জন মহাপাত্র
১৪১) নারায়ণগড়	শ্যামাপদ জানা
১৪২) সবং	ডাঃ হরেকৃষ্ণ মাইতি
১৪৩) পিংলা	শিশির মান্না
১৪৪) খড়্গপুর গ্রামীণ	মানিক পয়ড়া
১৪৫) ডেবরা	পরে জানানো হবে
১৪৬) দাসপুর	জগদীশ মণ্ডল অধিকারী
১৪৭) ঘাটাল (এসসি)	অঞ্জন জানা
১৪৮) চন্দ্রকোনা (এসসি)	অক্ষয় খান
১৪৯) গড়বেতা	তাপস মিশ্র
১৫০) শালবনি	পরেশ দত্ত
১৫১) মেদিনীপুর	দেবাশীষ আইচ

ঝাড়গ্রাম

১৫২) নয়াগ্রাম (এসটি)	কালীচরণ বেসরা
১৫৩) ঝাড়গ্রাম	অর্চনা সাঁই
১৫৪) বিনপুর (এসটি)	রাজীব মুদি

পুরুলিয়া

১৫৫) বান্দোয়ান (এসটি)	নির্মল টুডু
১৫৬) বলরামপুর	দীপক কুমার
১৫৭) বাঘমুণ্ডি	মৃত্যুঞ্জয় সিংহবাবু
১৫৮) জয়পুর	ভগীরথ মাহাতো
১৫৯) পুরুলিয়া	রানি মাহাতো
১৬০) মানবাজার (এসটি)	স্বপন মুর্মু
১৬১) কাশীপুর	দীপক মাহাতো
১৬২) পাড়া (এসসি)	জগন্নাথ বাউড়ি
১৬৩) রঘুনাথপুর	পশুপতি রায়

বাঁকুড়া

১৬৪) শালতোড়া (এসসি)	দীপেন বাউড়ি
১৬৫) ছাতনা	সদানন্দ মণ্ডল
১৬৬) রানিবাঁধ (এসটি)	গৌতম কুমার মুদি
১৬৭) রায়পুর (এসটি)	শ্যামাপদ মুদি
১৬৮) তালডাংরা	শুভেন্দু মাহাতো
১৬৯) বাঁকুড়া	লীনা ঘোষ (সরকার)
১৭০) বড়জোড়া	সুদর্শন অধিকারী
১৭১) ওন্দা	অপূর্ব মণ্ডল
১৭২) বিষ্ণুপুর	শশীভূষণ ব্যানার্জী
১৭৩) সোনামুখী (এসসি)	অম্রনীল মণ্ডল
১৭৪) কোতুলপুর (এসসি)	মোহন সাঁতরা

পূর্ব বর্ধমান

১৭৫) বর্ধমান দক্ষিণ	অনিরুদ্ধ কুণ্ডু
১৭৬) কালনা	পরে জানানো হবে
১৭৭) বর্ধমান উত্তর	পরে জানানো হবে
১৭৮) কাটোয়া	অপূর্ব চক্রবর্তী
১৭৯) কেতুগ্রাম	সত্যনারায়ণ মণ্ডল
১৮০) মঙ্গলকোট	মোখলেসুর রহমান (ডালু)
১৮১) আউশগ্রাম (এসসি)	মনসা মেটে

পশ্চিম বর্ধমান

১৮২) পাণ্ডবেশ্বর	দনা গোস্বামী
১৮৩) দুর্গাপুর পূর্ব	যুগলকৃষ্ণ পাখিরা
১৮৪) দুর্গাপুর পশ্চিম	সোমনাথ ব্যানার্জী
১৮৫) আসানসোল দক্ষিণ	পরে জানানো হবে
১৮৬) আসানসোল উত্তর	সঞ্জয় চ্যাটার্জী
১৮৭) বারাবনি	দেবসর বেসরা

বীরভূম

১৮৮) সিউড়ি	নিতাই অঙ্কুর
১৮৯) বোলপুর	সমরজিৎ বর্মন
১৯০) সাঁইথিয়া (এসসি)	নবকুমার দাস
১৯১) রামপুরহাট	ফরিদা ইয়াসমিন
১৯২) হাসন	যুথিকা ধীবর
১৯৩) মুরারই	আনসারউল সেখ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com